জাতীয় উৎপাদনশীলতা বার্তা

(এনপিও বার্তা)

❍ বর্ষ ঃ ০২ ❍ সংখ্যা ০৩ ❍ সময় ব্যপ্তি ঃ জানুয়ারি ২০১৮- জুন ২০১৮ ❍ প্রকাশের তারিখ : ডিসেম্বর ২০১৮

"Light tomorrow with today"

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), শিল্প মন্ত্রণালয়

উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সরকারি দপ্তর । দেশের উৎপাদনশীলতা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে "জাতীয় শ্রম উৎপাদনশীলতা পর্যবেক্ষণ ও পরিনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (এনসিএমএলপি)" নামে একটি উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন করে "বাংলাদেশ উৎপাদনশীলতা কেন্দ্র (বিপিসি)" রাখা হয়। সর্বশেষ ১৯৮৯ সালে "বাংলাদেশ উৎপাদনশীলতা কেন্দ্র (বিপিসি)" প্রকল্পটিকে উন্নয়ন খাত হতে সরকারের নিয়মিত রাজস্ব খাতে স্থানান্তরপূর্বক শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় হতে "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)" নামে শিল্প মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। এনপিও বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন খাত, উপ-খাত এবং কুটির শিল্পসহ এসএমই ও শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠান খাতে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে যুগোপযোগী কলাকৌশল সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, সেমিনার/কর্মশালা, পরামর্শ সেবা, কারিগরী সহায়তা প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে । এনপিও জাপানস্থ এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি আর্গানাইজেশন (এপিও) এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে আন্তর্জাতিক মানের কনসালটেন্সি সেবা প্রদান করে থাকে । এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণানুযায়ী উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করা, প্রতিবছর ০২ অক্টোবরকে "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস" পালন করা এবং সর্বোপরি এ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানে সেরা উদ্যোক্তাদেরকে স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতিবছর "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড" প্রদান করা হচ্ছে । এনপিও হতে সম্ভাবনাময় শিল্প/সেবা সেক্টরের প্রোডাকটিভিটি উন্নয়নকল্পে গবেষণা চালানো ও উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রমেরও চর্চা করা হচ্ছে । এনপিও' র রূপকল্প (Vision) হচ্ছে উৎপাদনশীলতার উৎকর্ষ সাধনে বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান । এ অভিলক্ষ্যে (Mission) পৌছানোর জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কল্পে কারখানা ও সেবা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ, পরামর্শ, গবেষণা, কারিগরী সহায়তা ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দ্রব্য/সেবার উৎপাদন বৃদ্ধি, গুণগত পদ্ধতির উন্নয়ন এবং দক্ষ জনবল তৈরির প্রয়াস চালানো হচ্ছে ।

ভিশন, মিশন ও কার্যাবলী

ভিশন

- জাতীয় পথপ্রদর্শক হিসেবে উৎপাদন এবং গুণগতমান পরিচালনা করা।

মিশন

- বিভিন্ন কার্যকর কর্মসূচির মাধ্যমে উৎপাদন এবং গুণগতমান উন্নয়নের জন্য প্রতিযোগিতামূলক সেবা প্রদান।
- প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণ, প্রশিক্ষণ,পরামর্শ, গবেষণা এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে দীর্ঘ এবং স্বল্প পর্যায়ে উৎপাদন এবং গুণগত পদ্ধতির উন্নতি সাধন করা।

উদ্দেশ্যঃ

- বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে উৎপাদনশীলতাবোধ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে উদ্যোক্তা (প্রমোটার) এর ভূমিকা পালন করা;
- উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের লক্ষ্যে যথাযথ কলাকৌশল উদ্ভাবন ও নীতিমালা প্রণয়নে সরকার বরাবরে সুপারিশ পেশ করা;
- জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য নিয়মিতভাবে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা;
- শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতার গতিধারা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে পরামর্শ সেবা ও কনসালটেন্সির মাধ্যমে প্রভাবক বা ক্যাটালিষ্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করা;
- উৎপাদনশীলতা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং বিশেষণসহ প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক বিভিন্ন মহলে বিতরণ করার লক্ষ্যে তথ্য ভান্ডার গঠন করা এবং
- এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে এনপিও, বাংলাদেশ ফোকাল পয়েন্ট এর দায়িত্ব পালন করা ।

কার্যাবলীঃ

- উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের লক্ষ্যে KAIZEN কর্মসূচীর মাধ্যমে কন্সালটেন্সী সার্ভিস প্রদান করা;
- উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ;
- শিল্প কারখানা ও সেবা প্রতিষ্ঠানে ধারাবাহিক ও পদ্ধতিগতভাবে উৎপাদনশীলতা সচেতনতা প্রচারাভিযান;
- উৎপাদনশীলতা গতি ধারা অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ইন্টারফার্ম প্রোডাকটিভিটি ও বিজনেস ক্লিনিকের আয়োজন;
- আন্তর্জাতিক, জাতীয়, আঞ্চলিক ও প্যান্ট লেভেলে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজন করা;
- শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কোষ গঠনে সহায়তা প্রদান এবং
- উৎপাদনশীলতা সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন ও কেইস ষ্টাডি পরিচালনা করা ।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড -২০১৬ প্রদান

নিজ নিজ শিল্প-কারখানায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যে উৎকর্ষতা সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ১২টি শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানকে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৬ প্রদান করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের দপ্তর এনপিও। গত ১৮ এপ্রিল, ২০১৮ তে রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমিতে নির্বাচিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের হাতে প্রধান অতিথি হিসেবে এ পুরস্কার তুলে দেন শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি। শিল্প খাতে বিশেষ অবদানের জন্য চতুর্থবারের মতো এ পুরস্কার দেওয়া হয়। ২০১৬ সালের জন্য ৬ টি ক্যাটাগরির মধ্যে ৫ ক্যাটাগরিতে ১২টি প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরিতে প্রিমিয়ার সিমেন্ট মিলস্ লিমিটেড, মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড ও আরএফএল পাস্টিকস্ লিমিটেড। মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরিতে বঙ্গ প্লাস্টিকস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, প্রাণ ফুডস্ লিমিটেড ও গ্রাফিকপিপল। ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরিতে রংপুর ফাউন্ড্রি লিমিটেড ও সিন্থেটিক এডেসিভ কোং লিমিটেড। মাইক্রো শিল্প ক্যাটাগরিতে একাডেমিক বুক হাউস এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ক্যাটাগরিতে কেরু অ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড, ইস্টার্ণ কেবলস্ লিমিটেড ও গাজী ওয়্যারস্ লিমিটেড।

অনুষ্ঠানে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও নবায়নযোগ্য সবুজ জ্বালানি ব্যবহার করে শিল্প কারখানায় সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করতে উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, শিল্পায়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে শিল্প সমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কাজ করছে। সরকারের শিল্পবান্ধব নীতি ও উদ্যোগের ফলে দেশে শিল্পায়নের ধারা জোরদার হয়েছে। ইতিমধ্যে জাতীয় আয়ের শিল্প খাতের অবদান ৩৩ শতাংশ এবং সেবা খাতের অবদান ৫২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। শিল্প সমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য অর্জনে ২০২১ সালের মধ্যে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ৪০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে সরকার কাজ করছে।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাংক, বীমা, শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকানা পশ্চিম পাকিস্তানি ও বিহারীদের হাতে ছিল। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ায় আজ বাংলাদেশে বড় বড় শিল্প উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে। আমাদের শিল্প কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনের গুরুত্ব দিতে হবে।
শিল্প উদ্যোক্তাদের চাহিদামাফিক নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ৩ হাজার ৬০০ মেগাওয়াট থেকে বাড়িয়ে ১৬ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে শিল্প, সেবা, কৃষিসহ সকল খাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

এ সময় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্প উদ্যোক্তারা উৎপাদনশীলতা বাড়াতে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, সড়ক যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়ন ও বন্দর সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সরকারের আরো সহযোগিতা বৃদ্ধির আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে শিল্প সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ বলেন, সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভিশন ও মিশন নতুন করে পুনঃর্বিন্যাস করা হয়েছে। সময়ের বিবর্তনে সরকারের কার্যক্রমে গুণগত ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনয়নে বিবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তিত ভিশন ও মিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় শিল্পনীতি- ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় উৎপাদনে শিল্প খাতের অবদান ৩৯.৮৮ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন-বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের সভাপতি জনাব কামরান টি রহমান, এনপিও এর পরিচালক জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান, পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান প্রিমিয়ার সিমেন্ট মিলস্ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. আমিনুল হক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব কামরুল ইসলাম চৌধুরী এবং কেরু অ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মো. এনায়েত হোসেন।

কল-কারখানায় অপচয় রোধ করি
জাতির পিতার স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ি।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড-২০১৬ প্রদান অনুষ্ঠানে শিল্পসচিব সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের সভাপতি জনাব কামরান টি রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এনপিও এর পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখছেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি

অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন শিল্প সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড-২০১৬ প্রাপ্তদের সাথে গ্রুপ ছবি।

শিল্প মন্ত্রণালয়ে নতুন ভারপ্রাপ্ত সচিবের যোগদানঃ

গত ২০ আগস্ট, ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের নতুন ভারপ্রাপ্ত সচিব হিসেবে যোগদান করেছেন জনাব মোঃ আবদুল হালিম। তিনি বিসিএস ১৯৮৪ ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। শিল্প মন্ত্রণালয়ে যোগদানের পূর্বে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর মহাপরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। নতুন সচিবের যোগদান উপলক্ষ্যে এনপিও এর পরিচালক জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এসময় এনপিও এর কর্মকর্তারা তার সাথে উপস্থিত ছিলেন।

ভারপ্রাপ্ত শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম মহোদয়কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন এনপিও এর পরিচালক জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান।

ভারপ্রাপ্ত শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম মহোদয় শিল্প মন্ত্রণালয়ের জুলাই, ২০১৮ মাসের মাসিক সমন্বয় সভায় সভাপতিত্ব করেন।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত র‍্যালি উদ্বোধন করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত র‍্যালির সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম।

এনপিও এর বর্ণাঢ্য আনন্দ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে যোগ্যতা অর্জন করায় সারা দেশে ২২ মার্চ ২০১৮ তারিখে এক বর্ণাঢ্য আনন্দ শোভাযাত্রা হয় । ১৯৭৫ সালে পরিচয় পাওয়া স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা (এলডিসি) থেকে বেরিয়ে উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মডেল। গরিব দেশ, শুধু সাহায্য চায় এরকম ভাবমূর্তি এখন আর নেই বাংলাদেশের। এ অর্জন আত্মমর্যাদার, অহংকারের ও গৌরবের। এই উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করে সরকার। এই কর্মসূচি ২০ মার্চ,২০১৮ থেকে শুরু হয়। সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ২২ মার্চ, ২০১৮ এ উৎসব করে। ঐতিহাসিক সাফল্য উদযাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সরকার। উক্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আর এ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রাজধানীর নির্ধারিত ৯টি স্থান থেকে ৫৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধীন দফতরগুলোর কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সাধারণ জনগণ ব্যানার, ফেস্টুনসহ শোভাযাত্রা নিয়ে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে প্রবেশ করে। এ উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয় ও তার দপ্তর সংস্থাগুলো এ বর্ণাঢ্য আনন্দ শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহন করে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের বর্ণাঢ্য আনন্দ শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এম পি, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ , অতিরিক্ত সচিব মিজ পরাগ, অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ দাবিরুল ইসলাম, দপ্তর প্রধানগণ এবং অন্যান্যরা। এনপিও'র পরিচালক জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান এর নেতৃত্ব এনপিও বর্ণাঢ্য আনন্দ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী তার বক্তব্যে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যোগ্যতা সমূহ উল্লেখ করেন এবং এসব সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা'র নেতৃত্বে এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে উন্নত, সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ।

বর্ণাঢ্য আনন্দ শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু এমপি। আরও উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ এবং অন্যান্যরা।

বর্ণাঢ্য আনন্দ শোভাযাত্রায় শিল্প মন্ত্রণালয়

বর্ণাঢ্য আনন্দ শোভাযাত্রায় এনপিও

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ (এনপিসি)'র দ্বাদশতম সভা

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে গত ২৫ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখ বুধবার বেলা ১১.০০ টায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ (এনপিসি)'র দ্বাদশতম সভা অনুষ্ঠিত হয় । মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু এম পি (এনপিসি)'র দ্বাদশতম সভার সভাপতিত্ব করেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মাদ আব্দুলাহ্ , বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, বিভিন্ন ট্রেড বডির প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে পরিষদের সদস্য সচিব জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান, পরিচালক (যুগ্ম-সচিব), এনপিও জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ (এনপিসি)'র একাদশতম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আলোচ্যসূচি ধারাবাহিকভাবে সভায় উপস্থাপন করেন ।

সভায় এনপিও'র কলেবর বৃদ্ধি, যুগোপযোগীকরণ এবং দপ্তরের আপগ্রেডেশন ও আঞ্চলিক অফিস স্থাপনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিদামতে প্রস্তাব দ্রুত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা নিতে বলা হয়, ও শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরকারি রাজস্ব তহবিল হতে " Capacity Building of National Productivity Organization (NPO) through Strengthening Professional Skill of NPO's Personnel and Dissemination of Training and Awareness Program in Districts level" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবটি শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্লানিং উইং এ জমা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়। শ্রম উৎপাদনশীলতার লেভেল নির্ধারণে উদ্যোগ গ্রহণ করায় এনপিও কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং কৃষি, সেবা ও শিল্প সেক্টরের উৎপাদনশীলতা লেভেল নির্ধারণের জন্য বছরে ০১টি হলেও সমীক্ষা পরিচালনা করার উপর উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন ।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ (এনপিসি)'র দ্বাদশতম সভায় মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু এমপি ও মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, বিভিন্ন ট্রেড বডির প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিগণ

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে এনপিও'র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

গত ২০/০৬/২০১৮ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে এনপিও'র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি। শিল্পসচিব সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন সবগুলো দপ্তর/ সংস্থার প্রধান। উক্ত অনুষ্ঠানে দপ্তর প্রধানগণ তাদের তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

এনপিও এর পক্ষ থেকে এনপিও এর পরিচালক জনাব জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান শিল্পসচিব সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌র মহোদয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। উক্ত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রধান বিষয় গুলো ছিল ৫০ টি প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতার বিভিন্ন কলাকৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা, KAIZEN পদ্ধতিতে ০৬ টি প্রতিষ্ঠানে কনসালটেন্সি সার্ভিস প্রদান করা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বিষয়ক গতি প্রকৃতি নির্ধারণ পূর্বক ৯ টি উৎপাদশীলতা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা, উৎপাদনশীলতা বিষয়ে সকল মহলকে সচেতন করে তোলার জন্য ২৪৫০০টি প্রচার-পুস্তিকা/পোষ্টার বিতরণ করা, ন্যাশনাল প্রোডকিটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড প্রদান এবং দেশব্যাপী ০২ অক্টোবর জাতীয় উৎপাদশীলতা দিবস পালন করা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু এম পি মহোদয়ের কাছে স্বাক্ষরিত চুক্তিনামার কপি তুলে দিচ্ছেন এনপিও এর পরিচালক জনাব জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) কার্যালয়ে ডিজিটাল হাজিরা ও ই-ফাইলিং কার্যক্রম এর শুভ উদ্বোধন

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' একটি প্রত্যয়, একটি স্বপ্ন। বিরাট এক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এখন এগিয়ে চলছে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনের বছরে বাংলাদেশকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণই সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ হল সকল সরকারি অফিসে নথি নিষ্পত্তিতে ই-ফাইলিং পদ্ধতি চালু করা। সরকারের এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এনপিও তে গত ১৮ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে ডিজিটাল হাজিরা ও ই-ফাইলিং কার্যক্রম এর শুভ উদ্বোধন করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুলাহ্। এনপিও ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু করায় সচিব মহোদয় অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এনপিওকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি ডিজিটাল সেবার মাধ্যমে এনপিও এর ভাবমূর্তি বাড়বে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। একই সাথে শিল্প সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ ডিজিটাল হাজিরা কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করে বলেন যে, এনপিও'র কাজের গতি ইতোমধ্যে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে । তিনি ডিজিটাল হাজিরা, সিসি ক্যামেরা দ্বারা অফিসের সার্বিক নিরাপত্তা সহ কর্মরতদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং এতে করে এনপিও'র কর্মতৎপরতা আরো অনেক গুণ বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করেন।

ডিজিটাল হাজিরা কার্যক্রম এর আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্

ই-ফাইলিং কার্যক্রম এর আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্

এনপিও এবং নাসিবের যৌথ উদ্যোগে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন শীর্ষক সেমিনার

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), শিল্প মন্ত্রণালয় ও জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব) এর যৌথ উদ্যোগে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক এক সেমিনার গত ২০ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে নাসিব প্রধান কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয় । সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুলাহ্। অধ্যাপক ডঃ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন এর অনুপস্থিতিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক মোঃ নাজিম হাসান সাত্তার। সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও'র) পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান । এছাড়াও ওই সেমিনারে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশের (নাসিব) নির্বাহী সদস্য ও বিভিন্ন পর্যায়ের উদ্যোক্তারা অংশ নেন । স্বাগত বক্তব্য রাখেন নাসিব সভাপতি মির্জা নূরুল গনী শোভন সিআইপি । প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্প সচিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ বলেন, সার্বিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস" পালনের পাশাপাশি বিভিন্ন জেলা শহরে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও সেমিনারের আয়োজন করা দরকার । তিনি আরো বলেন, এসএমই বিপ্লব ছাড়া অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন সম্ভব হয় না। জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব) বেসরকারি সংগঠন হিসেবে বাংলাদেশের এসএমই খাতকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা পালন করছেন । তিনি পারস্পারিক সহায়তার ভিত্তিতে শিল্প, সেবা, কৃষিসহ সব খাতে উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে নাসিবসহ সবাইকে এগিয়ে আসার আহবান জানান ।

এনপিও এবং নাসিবের যৌথ উদ্যোগে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্

পাটকলসমূহের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য জাপানী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি KAIZEN বিষয়ক কর্মশালা

কাইজেন হলো একটি জাপানী দর্শন। যার অর্থ ছোট ছোট উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে ধারাবাহিক উন্নয়ন। বাংলাদেশের পাটকল গুলোকে আরো বেশি উৎপাদনশীল করতে গত ২৮ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর সম্মেলন কক্ষে জাপানী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি KAIZEN বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় । কর্মশালায় বিভিন্ন পাটকল থেকে ৪০ জনের অধিক কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করে। এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ দাবিরুল ইসলাম । তিনি কাইজেন পদ্ধতির নানাবিধ সুফল তার বক্তৃতায় তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর পরিচালক জনাব এস, এম আশরাফুজ্জামান (যুগ্ম-সচিব) । পরিচালক মহোদয় তার বক্তব্যে (এনপিও) এর নানাবিধ কর্মকান্ড তুলে ধরেন এবং KAIZEN পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় উৎপাদনশীলতা বেড়েছে বলে মত প্রকাশ করেন ।

KAIZEN বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ দাবিরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর পরিচালক জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান।

বিভিন্ন পাটকল থেকে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ দাবিরুল ইসলাম এবং এনপিও এর পরিচালক জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান।

এপিও ও এনপিও এর যৌথ উদ্যোগে Multicountry Observational Study Mission ICT Innovation in the service Sector শীর্ষক আন্তর্জাতিক Workshop অনুষ্ঠিত

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর যৌথ উদ্যোগে গত ০৭-১০ জানুয়ারি ২০১৮ তে Multi-country Observational Study Mission ICT Innovation in the service Sector শীর্ষক আন্তর্জাতিক কর্মশালা FARS Hotel & Resorts, Dhaka তে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মসূচিতে এপিও সদস্যভূক্ত দেশ হতে ২৩ জন প্রশিক্ষণার্থী, ০৪ জন রিসোর্স পারসন, ০১ জন এপিও প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন । উক্ত কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত সচিব ও APO Country Director for Bangladesh জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটির শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ দাবিরুল ইসলাম। আরো উপস্থিত ছিলেন জাপানস্থ এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর সেক্রেটারিয়েট থেকে আগত Program Officer Mr. Jun-Ho Kim. উক্ত কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) এবং APO এর Alternate Country Director for Bangladesh জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান। কর্মশালায় প্রধান অতিথি জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ তার ভাষণে বলেন, বর্তমান যুগ ICT এর যুগ। ICT সেক্টরে নতুন নতুন উদ্ভাবন করে কিভাবে সেবা সহজীকরন করা যায় তা এই কর্মশালার মাধ্যমে শেখা যাবে এবং এই কর্মশালার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান আমাদের কর্মজীবনে কাজে লাগবে।

এপিও ও এনপিও এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্টিত Multicountry Observational Study Mission ICT Innovation in the service Sector শীর্ষক আন্তর্জাতিক Workshop (০৭-১০ জানুয়ারি, ২০১৮)।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন শিল্পসচিব সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের সাথে অতিথিবৃন্দ।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্য-নির্বাহী কমিটির দ্বাদশতম সভা অনুষ্ঠিত

জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্য-নির্বাহী কমিটির দ্বাদশতম সভা গত ৩১ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে বিকাল: ৩.৩০ ঘটিকায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ দাবিরুল ইসলাম, এনপিও'র পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান , শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর- সংস্থাগুলোর প্রধান, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, বিভিন্ন ট্রেড বডির প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি গণ। সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে এবং পারস্পরিক পরিচিতির মাধ্যমে পরিচয় পর্বের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু করেন । সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান, পরিচালক, এনপিও জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যপত্র সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় এনপিও দপ্তরের আপগ্রেডেশন ও আঞ্চলিক অফিস স্থাপন, এনপিও'র জন্য বরাদ্দকৃত জায়গায় ভবন নির্মাণ , এনপিওকে একটি দক্ষ পেশাদারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কারিগরী প্রকল্প গ্রহণ , ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড-২০১৬, এনপিও বার্তা প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে মোট ১৫ টি বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্য-নির্বাহী কমিটির দ্বাদশতম সভায় সভাপতিত্ব করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্।

এনপিও কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন ও জাতীয় উৎপাদনশীলতা বার্তা (প্রথম সংখ্যা) এর মোড়ক উন্মোচন

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ ইং সকাল ১১.০০ টায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন ও জাতীয় উৎপাদনশীলতা বার্তা (প্রথম সংখ্যা) এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এম পি এর অনুপস্থিতে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্পসচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুলাহ্ । আরও উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মিজ পরাগ, অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ দাবিরুল ইসলাম, শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রধান, বিভিন্ন ট্রেড বডির প্রতিনিধি, এনপিও এর পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান এবং এনপিও এর সকল কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন এনপিও এর পরিচালক । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বিভিন্ন সেক্টরে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য এনপিও যে কাজ করে তার প্রশংসা করেন এবং এ দপ্তরের কাজের পরিধি অনেক বিশাল সেটি তুলে ধরেন । তিনি সম্মিলিতভাবে এ দুটি প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করেন এবং দেশের শিল্পকারখানাকে সার্বিক উন্নতির জন্য জোরালোভাবে এনপিও'র কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার আহবান জানান । এ প্রসংগে এনপিও পরিচালক মহোদয় বলেন যে, এটি অত্যন্ত আনন্দের যে প্রথমবারের মত এনপিও বার্তা প্রকাশিত হয়েছে । এ বার্তা প্রকাশের মাধ্যমে এনপিও এর কর্মকান্ড মানুষের মাঝে আরও বেশি প্রচার সম্ভব হবে । এখন থেকে নিয়মিতভাবে প্রতি ছয় মাস পর পর বার্তা প্রকাশ হবে ।

অনুষ্ঠানে উপবিষ্ট শিল্পসচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, শিল্প মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রধান, বিভিন্ন ট্রেড বডির প্রতিনিধি ও অন্যান্যরা।

এনপিও কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন ও জাতীয় উৎপাদনশীলতা বার্তা (প্রথম সংখ্যা) এর মোড়ক উন্মোচন করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) ও বাংলাদেশ সোসাইটি ফর ফার্মাসিউটিক্যাল প্রফেশনালস (বিএসপিপি) এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

গত ১৩ মার্চ ২০১৮ ইং তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) ও বাংলাদেশ সোসাইটি ফর ফার্মাসিউটিক্যাল প্রফেশনালস (বিএসপিপি) এর মধ্যে উৎপাদনশীলতা বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্। অনুষ্ঠানে এনপিও এর পরিচালক জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান ও বাংলাদেশ সোসাইটি ফর ফার্মাসিউটিক্যাল প্রফেশনালস (বিএসপিপি) এর সভাপতি অধ্যাপক ইশতিয়াক মাহমুদ সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এই সমঝোতা স্মারক এর উদ্দেশ্য হল এনপিও এবং বিএসপিপি যৌথভাবে প্রতিবছর চাহিদা অনুযায়ী স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিএসপিপি সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের লক্ষ্যে অন্তত ২টি টেকনিক্যাল এক্সপার্ট সার্ভিস প্রোগ্রাম (টিইএস) আয়োজন করবে। এনপিও, এপিও'র সহায়তায় উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য এক্সপার্ট পারসন প্রেরণ করবে। সরকারের রূপকল্প (ভিশন)-২০২১ বাস্তবায়নে শিল্পক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার উন্নয়নের জন্য শিল্পখাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি একান্ত অপরিহার্য। এই লক্ষ্যে বিএসপিপি কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতিবছর উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের জন্য কমপক্ষে ২টি প্রশিক্ষণ/কর্মশালার আয়োজন করবে। এনপিও উক্ত প্রশিক্ষণ/কর্মশালার জন্য রিসোর্স পারসন প্রেরণ করবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ বলেন এনপিও দেশের শিল্প খাতে উৎপাদনশীলতা বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। তাছাড়া এই সমঝোতা স্মারক বাংলাদেশ সোসাইটি ফর ফার্মাসিউটিক্যাল প্রফেশনালস (বিএসপিপি) এর মাধ্যমে উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত থাকবে।

এনপিও ও বাংলাদেশ সোসাইটি ফর ফার্মাসিউটিক্যাল প্রফেশনালস (বিএসপিপি) এর মধ্যে উৎপাদনশীলতা বিষয়ে সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্। আরও উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মিজ পরাগ, অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ দাবিরুল ইসলাম, এনপিও এর পরিচালক জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান, বিএসপিপি এর সভাপতি অধ্যাপক ইশতিয়াক মাহমুদ ও অন্যান্য।

শিল্প সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ এর উপস্থিতিতে এনপিও এর পরিচালক জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান ও বাংলাদেশ সোসাইটি ফর ফার্মাসিউটিক্যাল প্রফেশনালস (বিএসপিপি) এর সভাপতি অধ্যাপক ইশতিয়াক মাহমুদ সমঝোতা স্মারক বিনিময় করছেন ।

এনপিও এর বিশেষ 'সেবা সপ্তাহ' পালন

বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশ। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশের এই ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্ব, দূরদর্শিতা, মেধা ও প্রজ্ঞার ফলে। স্বল্পোন্নত অবস্থান থেকে বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশের যোগ্যতা অর্জনের স্বীকৃতি পাওয়ায় উদযাপন করা হয় বিশষ সেবা সপ্তাহ। গত ২০-২৫ মার্চ পর্যন্ত রাজধানীসহ দেশজুড়ে চলছে এই কর্মসূচি চলে। জনগণের দোরগোড়ায় নাগরিক সুবিধাগুলো পৌঁছে দিতে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও বিভাগের সমন্বয়ে সেবা সপ্তাহের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ কাজে সম্পৃক্ত করা হয়েছে জেলা-উপজেলাকেও। স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে যোগ্যতা অর্জনের স্বীকৃতি কেন অর্জিত হয়েছে এবং এতে দেশের কী লাভ হবে, এসব বিষয়ে জনগণকে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া, সরকারের অর্জনগুলো তুলে ধরার পাশাপাশি বিশেষ সেবা দেওয়া হয় জনগণকে।

উন্নয়নকে টেকসই করতে মাথাপিছু আয়ের পাশাপাশি সামাজিক বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে সূচক তৈরি করে থাকে জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি)। তারই ভিত্তিতে স্বল্পোন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশ তিন শ্রেণিতে ভাগ করে সিডিপি। স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে তিনটি বিষয় বিবেচনা করা হয়। এগুলো হলো মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ ও অর্থনৈতিক ঝুঁকি। এসব সূচকে আগের তিন বছরের গড় পয়েন্ট হিসাব করা হয়। উন্নয়নশীল দেশ হতে কমপক্ষে দুটি সূচকে 'গ্র্যাজুয়েট' হতে হবে। এরপর উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সুপারিশ করবে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল (ইকোসোক)। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল (ইকোসক) এর মানদন্ড অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশ হতে একটি দেশের মাথাপিছু আয় হতে হয় কমপক্ষে ১২৩০ মার্কিন ডলার, জাতিসংঘের হিসাবে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় এখন ১২৭৪ ডলার। তবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাবে, মাথাপিছু আয় এখন ১৭৫১ ডলার। ইকোসকের মানবসম্পদ সূচকে উন্নয়নশীল দেশ হতে ৬৪ পয়েন্টের প্রয়োজন হলেও বাংলাদেশের আছে ৭২। অর্থনৈতিক ঝুঁকির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পয়েন্ট এখন ২৫ দশমিক ২। এই পয়েন্ট ৩৬ এর বেশি হলে এলডিসিভুক্ত হয়, ৩২ এ আনার পর উন্নয়নশীল দেশে যোগ্যতা অর্জন হয়। সেই হিসাবে তিন সূচকেই উত্তীর্ণ বাংলাদেশ।

এ উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থা গুলো এর উদ্ভাবনী সেবা ও কর্মকাণ্ড নিয়ে মন্ত্রণালয়ের নিচ তলায় প্রদর্শনীর আয়োজন করে। ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর উদ্ভাবনী সেবা ও কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রদর্শনীতে অংশপ্রহণ করে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ প্রদর্শনীতে অংশ নেয়া স্টল গুলো ঘুরে দেখেন। এ সময় তার সাথে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ এনামুল হক, বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম, এনপিও'র পরিচালক জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান এবং অন্যান্যরা।

বিশেষ সেবা সপ্তাহে এনপিও এর স্টল ঘুরে দেখছেন শিল্প সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্।

MFCA এর উপর দুই দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

এপিও'র সহযোগীতায় এবং এনপিও এর পরিচালক জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান মহোদয়ের একান্ত প্রচেষ্টায় গত ২২-২৩ এপ্রিল, ২০১৮ এনপিও কার্যালয়ে MFCA এর উপর দুই দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এনপিও এর পেশাজীবী দের জন্য অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্। এনপিও এর পরিচালক জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান মহোদয়ের সভাপতিত্বে রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এপিও এর MFCA এক্সপার্ট Dr. Wichai Chattinnawat। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন MFCA উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির একটি নতুন টুল। আমরা যদি এটি সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলে আমরা টেকসই উন্নয়নের দিকে আরো এগিয়ে যাব। দুই দিনের কর্মশালায় MFCA ছাড়াও উৎপাদনশীলতার অন্যান্য টুলস এবং টেকনিক নিয়ে আলোচনা হয়।

MFCA এর উপর দুই দিনের কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, এনপিও এর পরিচালক জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান ও MFCA এক্সপার্ট Dr. Wichai Chattinnawat

MFCA কর্মসুচীর ২য় ধাপ সম্পূর্ণ

এপিও'র সহযোগীতায় Development of Demonstration Companies (Material Flow Cost Accounting (MFCA) in Leather Sector, Bangladesh) শীর্ষক প্রকল্পের ২য় ধাপ সম্পূর্ণ হয়েছে । প্রকল্পের প্রথমপর্বে এপিও এর মনোনীত MFCA Expert Dr. Wichai Chattinnawat গত ০৭-১৬ জানুয়ারি, ২০১৮ এবং ২য় ধাপে ১৫-২৩ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে কুসুমকলি সু ফ্যাক্টরী লিঃ, কাশিমপুর, গাজীপুর এবং মেসার্স ইসিএম ফুট ওয়্যার লিঃ, গাজীপুরে ভ্রমণ করেন। এ সময় তার সাথে এনপিও এর গবেষণা কর্মকর্তা রিপন সাহা এবং এবং পরিসংখ্যান তথ্যানুসন্ধানকারী সৈয়দ জায়েদ-উল-ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। এসময় Dr. Wichai Chattinnawat সুফ্যাক্টরী গুলোতে MFCA বাস্তবায়নে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে এই প্রোগ্রাম শেষ হলে প্রত্যেক কোম্পানি তাদের খরচ কমাতে পারবে।

ইসিএম ফুট ওয়্যার লিমিটেড এ Dr. Wichai Chattinnawat এর সাথে এনপিও এর গবেষণা কর্মকর্তা রিপন সাহা এবং পরিসংখ্যান তথ্যানুসন্ধানকারী সৈয়দ জায়েদ-উল-ইসলাম।

এনপিও এবং বাংলাদেশ এমপ্লায়ার্স ফেডারেশন এর যৌথ উদ্যোগে "Seminar on Productivity for Better Future শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং বাংলাদেশ এমপ্লায়ার্স ফেডারেশন এর যৌথ উদ্যোগে গত ০১ মার্চ ২০১৮ তারিখ দিন ব্যাপী Seminar on Productivity for Better Future শীর্ষক সেমিনার Conference hall, MCCI, মতিঝিল, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এনপিও এর পরিচালক জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান এবং বাংলাদেশ এমপ্লায়ার্স ফেডারেশন এর মহাসচিব জনাব ফারুক আহমেদ।

বর্তমানে তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে শিল্প কারখানা থেকে শুরু করে যে কোন ব্যবসা বাণিজ্য ও সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতার কোন বিকল্প নেই। সম্পদের দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার এবং পণ্যের সেবার মান উন্নয়নে উৎপাদনশীলতা একমাত্র উপায়। শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের লক্ষ্যে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কিভাবে সময় ও ব্যয়কে সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সমন্বয় সাধনপূর্বক কম খরচে অধিক গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য ও সেবা উৎপাদন করে অধিকতর গ্রাহক সৃষ্টি করা যায়, সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

এনপিও এর পরিচালক জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ০২ অক্টবর ২০১১ উৎপাদনশীলতাকে একটি জাতীয় আন্দোলন হিসাবে ঘোষণা করেছে। উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের জন্য এ ঐতিহাসিক ঘোষণা উৎপাদনশীলতা আন্দোলনকে আরো বেগবান ও সমৃদ্ধ করেছে। তিনি আরো বলেন এনপিও দেশের শিল্প খাতে উৎপাদনশীলতা বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে এবং উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের লক্ষ্যে KAIZEN কর্মসূচীর মাধ্যমে কন্সালটেন্সী সার্ভিস প্রদান করে ও আন্তর্জাতিক, জাতীয়, আঞ্চলিক ও প্ল্যান্ট লেভেলে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজন করে থাকে। সরকারের ভিশন ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে উৎপাদনশীলতার বিকল্প নেই।

তাই সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে কাজ করতে হবে। কর্মশালায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন বোর্ড, পরিদপ্তর, কর্পোরেশন, ব্যাংক, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা ও বিভিন্ন ট্রেড বডিসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ৪২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

Seminar on Productivity for Better Future শীর্ষক কর্মশালায় এনপিও এর পরিচালক জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান এবং বাংলাদেশ এমপ্লায়ার্স ফেডারেশন এর মহাসচিব জনাব ফারুক আহমেদ।

Seminar on Productivity for Better Future শীর্ষক কর্মশালায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন বোর্ড, পরিদপ্তর, কর্পোরেশন, ব্যাংক, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও বিভিন্ন ট্রেড বডিসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে কর্মরত ৪২ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে।

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এবং ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর যৌথ উদ্যোগে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এবং ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর যৌথ উদ্যোগে ১২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে বিসিআইসি ভবন এর সেমিনার হলে "দিনব্যাপি উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালা" অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্। জনাব শাহ মোঃ আমিনুল হক, চেয়ারম্যান, বিসিআইসি এর সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান, পরিচালক এনপিও, জনাব মোঃ মাহবুবুল ইসলাম, পরিচালক(পরিকল্পনা), বিসিআইসি, জনাব প্রকৌঃ মোঃ আলী আক্কাছ, পরিচালক (কারিগরী ও প্রকৌ), বিসিআইসি ও জনাব মোঃ আবু তাহের ভূঁঞা, সচিব বিসিআইসি। কর্মশালায় (বিসিআইসি) এর বিভিন্ন পর্যায়ের ৭০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। দিনব্যাপি উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালায় মোট ০৩ টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল । এগুলো হল উৎপাদনশীলতার মূল ধারনা, জাপানী ফাইভ এস পদ্ধতির ব্যবহার এবং উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে জাপানী কাইজেন পদ্ধতি। এনপিও'র যুগ্ম পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল মুসাব্বির এবং রিসার্চ অফিসার জনাব মোঃ রাজু আহমেদ বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য উপস্থাপন করেন ।

বিসিআইসি আয়োজিত "দিনব্যাপি উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালা" এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন শিল্পসচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্।

বিসিআইসি আয়োজিত "দিনব্যাপি উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালা" উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি শিল্প সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, বিসিআইসি চেয়ারম্যান ও এনপিও প্রধানসহ অন্যান্যরা।

এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) সেক্রেটারী জেনারেল এর বাংলাদেশ সফর

এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর সেক্রেটারী জেনারেল মিস্টার শান্তি কানকটানাপর্ন তিন দিনের সৌজন্য সফরে গত ১৪ মার্চ, ২০১৮ বাংলাদেশে আসেন । তার সফর সঙ্গী হিসেবে বাংলাদেশে আসেন এপিও এর প্রোগ্রাম অফিসার ড. শেখ তানভির হোসেন । বিমান বন্দরে তাকে শুভেচ্ছা জানান ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর পরিচালক জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান । সফরের প্রথম দিন সন্ধ্যা ৭.০০ টায় এপিও এর সেক্রেটারী জেনারেল এর সম্মানে নাসিব এবং এপিও সোসাইটি ফর বাংলাদেশের যৌথ ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত নৈশ ভোজে হোটেল একাত্তরে অংশগ্রহণ করেন । সফরের ২য় দিন সকাল ১০.৩০ টায় তিনি এনপিও'র কার্যালয়ে আগমন করলে তাকে ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানান এনপিও এর পরিচালক জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান । মিস্টার শান্তি এনপিও এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে এনপিও কর্তৃক আয়োজিত মতবিনিময় সভায় মিলিত হন । এপিও এর সেক্রেটারী জেনারেল শিল্প সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ মহোদয়ের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। সচিব মহোদয়ের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের সময় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ দাবিরুল ইসলাম, এপিও এর প্রোগ্রাম অফিসার ড. শেখ তানভির হোসেন, এনপিও'র পরিচালক জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

সৌজন্য সাক্ষাতে শিল্প সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, এপিও এর সেক্রেটারী জেনারেল মিস্টার শান্তি কানকটানাপর্ন ও অন্যান্যরা।

এনপিও এর পক্ষ থেকে মিস্টার শান্তি কানকটানাপর্নকে উষ্ণ অভ্যর্থনা।

নাসিব এর পক্ষ থেকে মিস্টার শান্তি কানকটানাপর্নকে উষ্ণ অভ্যর্থনা।

এপিও ও এনপিও এর যৌথ উদ্যোগে Training of Trainers in Total Productive Maintenance Applications for Manufacturing শীর্ষক আন্তর্জাতিক Workshop

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর যৌথ উদ্যোগে ২৯ এপ্রিল -০৩ মে ২০১৮ ইং তারিখে Training of Trainers in Total Productive Maintenance Applications for Manufacturing শীর্ষক আন্তর্জাতিক কর্মশালা FARS Hotel & Resorts, Dhaka তে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ এনামুল হক এবং সভাপতিত্ব করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ দাবিরুল ইসলাম। বর্নিত কর্মসূচিতে এপিও সদস্যভুক্ত দেশ হতে ১৮ জন প্রশিক্ষণার্থী, ০৩ জন রিসোর্স পারসন অংশগ্রহণ করেন। এ Workshop কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) এবং APO এর Alternative Country Director for Bangladesh জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান।

এপিও ও এনপিও এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত Training of Trainers in Total Productive Maintenance Applications for Manufacturing শীর্ষক আন্তর্জাতিক Workshop (২৯ এপ্রিল-০৩ মে ২০১৮)

এপিও ও এনপিও এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্টিত Training of Trainers in Total Productive Maintenance Applications for Manufacturing শীর্ষক আন্তর্জাতিক Workshop (২৯ এপ্রিল-০৩ মে ২০১৮) এর প্রশিক্ষণার্থীরাসহ অতিথিবৃন্দ।

এপিও ও এনপিও এর যৌথ উদ্যোগে
Workshop on Innovations in Post-harvest Handling of Perishables শীর্ষক আন্তর্জাতিক Workshop

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর যৌথ উদ্যোগে ২০-২৪ মে ২০১৮ ইং তারিখে Workshop on Innovations in Post-harvest Handling of Perishables শীর্ষক আন্তর্জাতিক Workshop কর্মসূচি FARS Hotel & Resorts, Dhaka-1000 এ অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ দাবিরুল ইসলাম এবং সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর পরিচালক জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান। বর্ণিত কর্মসূচিতে এপিও সদস্যভুক্ত দেশ হতে ২৩ জন প্রশিক্ষণার্থী, ০৩ জন রিসোর্স পারসন অংশগ্রহণ করেন। আরো উপস্থিত ছিলেন জাপানস্থ এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর সেক্রেটারিয়েট থেকে আগত Program Officer জনাব মোঃ তানভির হোসাইন এ Workshop কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) এবং APO এর Alternative Country Director for Bangladesh জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান।

এপিও ও এনপিও এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত Workshop on Innovations in Post-harvest Handling of Perishables শীর্ষক আন্তর্জাতিক Workshop (২০ - ২৪ মে ২০১৮) এর উদ্বধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।

এপিও ও এনপিও এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত Workshop on Innovations in Post-harvest Handling of Perishables শীর্ষক আন্তর্জাতিক Workshop (২০ - ২৪ মে ২০১৮) এর প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে অতিথিবৃন্দ।

শুদ্ধাচার চর্চার জন্য পুরস্কার/প্রণোদনা

শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের কর্ম-পরিকল্পনায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করেছে । সে প্রেক্ষিতে, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ প্রণয়ন করে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত কর্মচারীদের পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। । নীতিমালায় বর্ণিত সূচক (Indicator)- ভিত্তিতে এবং প্রদত্ত পদ্ধতি অনুসরণে এ পুরস্কার প্রদানের জন্য কর্মচারী নির্বাচন করা হয় । পুরস্কার প্রদানের জন্য সুপারিশ করার ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার চর্চার জন্য নির্ধারিত ১৮টি সূচকে ৯০ নম্বর এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান/দপ্তর.সংস্থা কর্তৃক ধার্যকৃত অন্যান্য কার্যক্রমে ১০ নম্বরসহ মোট ১০০ নম্বর বিবেচনা করা হয়। এ নীতিমালা অনুসরণে প্রতি অর্থবছরে সরকারি কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চার নিমিত্ত পুরস্কার প্রদান করা হয় ।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১২ টি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে দপ্তর প্রধান হিসেবে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান " জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার-২০১৮" ভূষিত হন । তাঁর এ অর্জন এনপিও পরিবারের জন্য বিশেষ গর্বের।

মাননীয় শিল্প সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ নিকট থেকে " জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার-২০১৮" গ্রহণ করছেন
জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান পরিচালক (যুগ্ম সচিব), এনপিও ।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) , শিল্প মন্ত্রণালয় এর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে এনপিও এর " জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার-২০১৮" প্রদান করা হয়। এনপিও এর গ্রেড ১ হতে গ্রেড ১০ ভুক্ত কর্মচারী জনাব মোঃ মেহেদী হাসান, গবেষণা কর্মকর্তা এবং গ্রেড ১১ হতে গ্রেড ২০ ভুক্ত কর্মচারী জনাব মোঃ নরুল হুদা, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর উক্ত পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

এনপিও পরিচালক, জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান (যুগ্ম সচিব) এর নিকট হতে " জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার-২০১৮"
নিচ্ছেন জনাব মোঃ মেহেদী হাসান, গবেষণা কর্মকর্তা।

এনপিও পরিচালক, জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান (যুগ্ম সচিব) এর নিকট হতে " জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার-২০১৮"
নিচ্ছেন জনাব মোঃ নূরুল হুদা, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর।

ই-নথি কার্যক্রমে এনপিও'র প্রথম স্থান ঃ

গত ১৮ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে শিল্প সচিব মহোদয়ের সদয় উদ্বোধনের মাধ্যমে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এ ' ই-নথি' কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় এনপিও'র সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারী ' ই-নথি' কার্যক্রম যথাযথভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এর ফলে এটুআই প্রেরিত " সকল দপ্তর সংস্থার ই-নথি কার্যক্রমের বিস্তারিত রিপোর্ট (০১-৩১ জানুয়ারি ২০১৮)" মোতাবেক ১৫৬ টি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে এনপিও ৭৬ তম স্থানে অবস্থান করে। পরবর্তীতে একই প্রতিবেদনের ০১-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ এর রিপোর্ট অনুযায়ী ১৬৭ টি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে এনপিও ৩৫ তম স্থানে উন্নীত হয়, ০১-৩১ মার্চ ২০১৮ এর রিপোর্ট অনুযায়ী ১৭৯ টি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে এনপিও ১৯ তম স্থানে উন্নীত হয়, ০১-৩০ এপ্রিল ২০১৮ এর রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯১ টি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে এনপিও ১৬ তম স্থানে উন্নীত হয় এবং সর্বশেষ ০১-৩১ মে ২০১৮ এর রিপোর্ট অনুযায়ী ৩য় স্থানে উন্নীত হয়, (০১-১৫ জুন ২০১৮) " মোতাবেক ২০৩ টি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) ১ম স্থানে উন্নীত হয় , ১-৩০ জুনের রিপোর্ট অনুযায়ী ছোট আকারের ৯২ টি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে এনপিও ১ম স্থানে অবস্থান করে। আশা করা যায় এনপিও ই-নথি কার্যক্রমে তার এ অবস্থান ধরে রাখবে।

দি ক্রিসেন্ট জুট মিলে কাইজেন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ঃ

এনপিও এর পাট শিল্প শাখার উদ্যোগে বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন দি ক্রিসেন্ট জুট মিল লিঃ, টাউন খালিশপুর, খুলনায় কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের জন্য On The Job Training-(KAIZEN) কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তিনটি ধাপে এই প্রোগ্রামটি বাস্তবায়ন করা হয়। এর প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হয় ২৯ মার্চ, ২০১৮ তারিখে। উক্ত কাইজেন কর্মসূচির প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান, পরিচালক (যুগ্ম সচিব), এনপিও। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দি ক্রিসেন্ট জুট মিল লিঃ, এর প্রকল্প প্রধান জনাব আবুল কালাম হাজারী। প্রশিক্ষণ কোর্সটির সমন্বয়ক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনপিও'র উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে কাইজেন কর্মসূচির বিভিন্ন উপকারী দিক তুলে ধরেন এবং বলেন যে এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত কোন খরচ না করেই উৎপাদনশীলতা ১০-২৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারবে। উক্ত কাইজেন কর্মসূচিটি গত ২৮ জুন ২০১৮তে সফল ভাবে শেষ হয়।

দি ক্রিসেন্ট জুট মিল লিঃ, টাউন খালিশপুর, খুলনায় On The Job Training-(KAIZEN) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনপিও'র পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দি ক্রিসেন্ট জুট মিল লিঃ, এর প্রকল্প প্রধান জনাব আবুল কালাম হাজারী। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম।

দি ক্রিসেন্ট জুট মিল লিমিটেড কাইজেন কর্মসূচি বাস্তবায়নে ফ্লোরে কর্মরত অবস্থায় এনপিও'র উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, গবেষণা কর্মকর্তা জনাব রিপন সাহা এবং গবেষণা কর্মকর্তা (সিসি) জনাব মোঃ আকিবুল হক।

ঢাকা পাওয়ার ডিসট্রিবিউশন কোং (ডিপিডিসি) এবং ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) কর্তৃক আয়োজিত "ব্যবহারিক 5S"শীর্ষক কর্মশালা

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা এবং ঢাকা পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোং (ডিপিডিসি) এর যৌথ উদ্যোগে ২৯ - ৩১ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখ ৩ দিন ব্যাপী উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে কর্মক্ষেত্রে জাপানী ৫এস পদ্ধতির ব্যবহারিক কৌশল বাস্তবায়ন শীষর্ক প্রশিক্ষণ কোর্স ডিপিডিসি, কাটাবন, ঢাকায় প্রশিক্ষণ কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর সিনিয়র রিসার্চ অফিসার জনাব এ টি এম মোজাম্মেল হক কোর্স সমন্বয়কারী হিসেবে এনপিও'র কর্মকান্ড এবং কোর্সের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালার শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় অতিরিক্ত সচিব জনাব আবু তাজ মোঃ জাকির হোসেন (এনডিসি), নির্বাহী পরিচালক (এডমিন অ্যান্ড এইচআর) ডিপিডিসি।

এনপিও ও ঢাকা পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোং (ডিপিডিসি) এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্টিত "ব্যবহারিক 5S"শীর্ষক কর্মশালায় এনপিও কর্মকর্তারাসহ সংশ্লিষ্ট অতিথিবৃন্দ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জনাব এ টি এম মোজাম্মেল হক কোর্স সমন্বয়কারী বিভিন্ন সেবার বিষয়ে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, কাইজেন কর্মসূচী, জাপানীজ 5S কার্যক্রম বাস্তবায়ন, সচেতনতা প্রচারাভিযান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্যের ভিত্তিতে গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুত, উৎপাদনশীলতা কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কমিটির কার্যক্রমের বর্ণনা করেন এবং 5S এর উপর একটি পেপার উপস্থাপন করেন।

উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে এনপিও'র প্রশিক্ষণ ঃ

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের শেষ ০৬ মাসে সরকারি/বেসরকারি শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানের কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে নিয়মিতভাবে "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল, Increasing Productivity at Work, কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন, প্রোডাকটিভিটি টুলস এন্ড টেকনিকের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন, অপচয় রোধের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের গুণগতমান উন্নয়ন, পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন, শিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসা সম্প্রসারন এবং কোয়ালিটি ব্যবস্থাপনা, কারখানা পর্যায়ে প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের গুণগতমান উন্নয়ন" শীর্ষক শিরোনামে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে । দেশের বিভিন্ন শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানে গত ২০১৭-১৮ অর্থবছরের শেষ ০৬ মাসে ২৯ টি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করার মাধ্যমে ৮৯৯ জন প্রশিক্ষণার্থীদেরকে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক বিভিন্ন কলাকৌশলের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ।

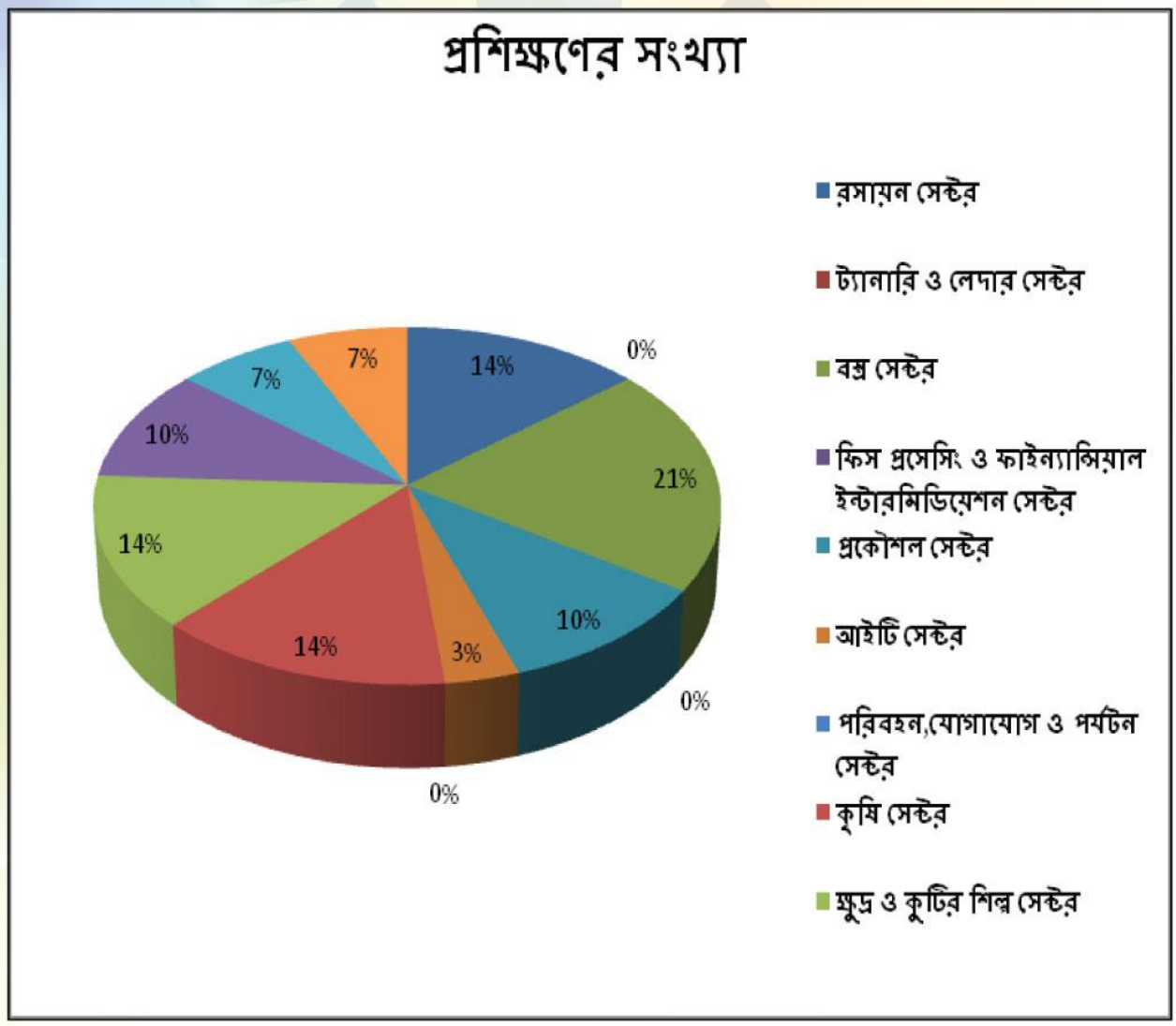

২০১৭-১৮ অর্থবছরের শেষ ৬ মাসে অনুষ্ঠিত ২৯টি প্রশিক্ষণের মধ্যে সেক্টর ভিত্তিক সম্পাদিত প্রশিক্ষণের শতকরা হার

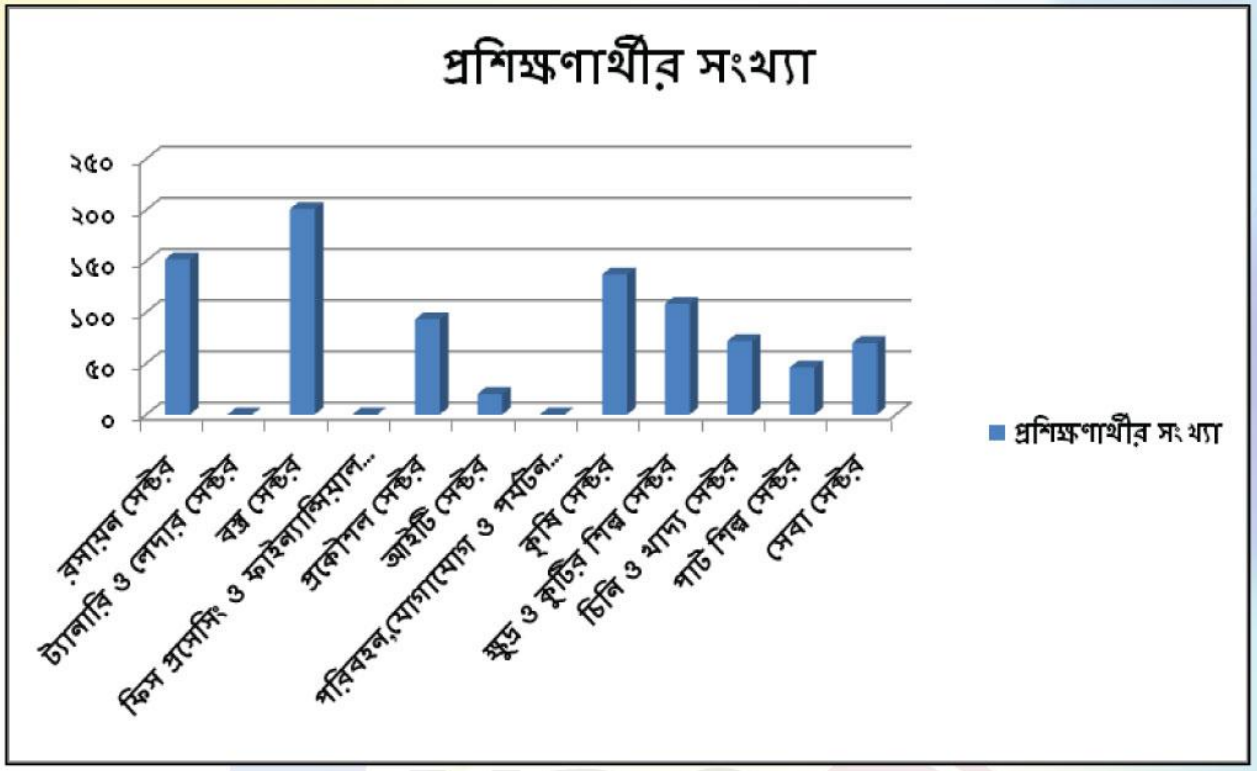

২০১৭-১৮ অর্থবছরের শেষ ০৬ মাসে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা

অধরা স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, ঢাকায় "উৎপাদনশীলতা কলাকৌশল" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনপিও'র পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনপিও'র ঊর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মুহাম্মদ আরিফুজ্জামান, গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মেহেদী হাসান।

বাংলাদেশ এগ্রো প্রসেসরস এসোসিয়েশন (বাপা), সিলেটে "কৃষি উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনপিও'র পরিচালক জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান। এছাড়া প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনপিও'র উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা জনাব এ টি এম মোজাম্মেল হক, গবেষণা কর্মকর্তা মিজ সুরাইয়া সাবরিনা এবং পরিসংখ্যান তথ্যানুসন্ধানকারী জনাব মোঃ রিপন মিয়া।

মোবারকগঞ্জ সুগার মিলস লিমিটেড, ঝিনাইদাই এ "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনপিও'র উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মুহাম্মদ আরিফুজ্জামান, গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মেহেদী হাসান এবং পরিসংখ্যান তথ্যানুসন্ধানকারী সৈয়দ জায়েদ-উল-ইসলাম।

এসিআই লিমিটেড, গোদনাইল, নারায়নগঞ্জ প্রোডাকটিভিটি টুলস এন্ড টেকনিকের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ ফরিদ উদ্দিন।

এপিও কর্তৃক জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত সালের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) একটি আন্তঃআঞ্চলিক সরকারি প্রতিষ্ঠান (Inter-Governmental Regional Organization)| ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) বাংলাদেশে এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও)'র লিয়াঁজো অফিস হিসেবে এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। এর আওতায় এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহে সেক্টর ভিত্তিক ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের প্রথম ০৬ মাসে এপিও এর সর্বমোট ১২ টি প্রোগ্রামে বাংলাদেশ থেকে ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। এ ধরনের প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালার মাধ্যমে বাংলাদেশের অংশগ্রহণকারীরা উৎপাদনশীলতার বিভিন্ন কলাকৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করে এবং বিভিন্ন দেশ তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কিভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি তরান্বিত করছে তার ধারণা ভাগাভাগি করে।

গত ০৮-১০ মে, ২০১৮ লাও পিডিআর এ অনুষ্ঠিত এপিও এর ৬০ তম গভর্নিং বডির সভায় বাংলাদেশ থেকে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব ও এপিও কান্ট্রি ডিরেক্টর ফর বাংলাদেশ জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ এবং এনপিও এর পরিচালক ও এপিও অল্টারনেটিভ কান্ট্রি ডিরেক্টর ফর বাংলাদেশ জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান।

এপিও এর ৬০ তম গভর্নিং বডির সভায় বাংলাদেশ থেকে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব ও এপিও কান্ট্রি ডিরেক্টর ফর বাংলাদেশ এবং এনপিও এর পরিচালক ও এপিও অল্টারনেটিভ কান্ট্রি ডিরেক্টর ফর বাংলাদেশ।

The training of Trainers on Lean Manufacturing For SMEs. Islamabad, Pakistan, 26 Feb-02 March, 2018 শীর্ষক ৫ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণে এনপিও এর গবেষণা কর্মকর্তা আকিবুল হক।

সম্পদের অপচয় রোধ ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধিতে মেটেরিয়াল ফ্লো কস্ট একাউন্টিং (এমএফসিএ)

মোঃ আকিবুল হক
গবেষণা কর্মকর্তা
ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গাইজেশন (এনপিও)।

ভূমিকা ঃ

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় সমূহের মধ্যে সম্পদের অধিক অপচয়, অদক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থাপনা অন্যতম। অথচ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্পদের যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সম্পদের সুষম বন্টন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা বিরাজমান না থাকলে কৃষি, শিল্প প্রতিষ্ঠান/ কলকারখানা এবং সেবাসহ অন্যান্য সেক্টরের উন্নতি সাধন সম্ভব নয়। মেটেরিয়াল ফ্লো কস্ট একাউন্টিং (এমএফসিএ) অনুশীলনের মাধ্যমে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং উৎপাদন ও সেবা প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনায় উন্নতি ঘটিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথ সুগম করা সম্ভব হবে।

মেটেরিয়াল ফ্লো কস্ট একাউন্টিং কি ঃ

মেটেরিয়াল ফ্লো কস্ট একাউন্টিং (এমএফসিএ) এমন একটি পদ্ধতি যা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এক প্রসেস হতে অন্য প্রসেসে মেটেরিয়াল বা উপকরণের প্রবাহকে দৃশ্যমান করে অর্থাৎ উপকরণের কত অংশ উৎপাদন/চূড়ান্ত পণ্য এবং কত অংশ অপচয় তা নির্ধারন করে। জার্মানী, জাপান এবং মালয়েশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় ৩০০টি কোম্পানী এমএফসিএ অনুশীলন করছে। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন(এনপিও) এবং এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর যৌথ সহযোগীতায় বিদেশী এক্সপার্ট দ্বারা ০২ (দুই) টি জুতা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে এমএফসিএ প্রয়োগ করা হচ্ছে।

মেটেরিয়াল ফ্লো কস্ট একাউন্টিং পদ্ধতি ঃ

এ পদ্ধতিতে উপকরণের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন কোয়ানটিটি সেন্টারে ইনপুট ও আউটপুট ক্যালকুলেশন করা হয় এবং ইনপুট ও আউটপুট সবসময় সমান হয়, অর্থাৎ ইনপুট=আউটপুট, এক্ষেত্রে আউটপুট = পজেটিভ প্রোডাক্ট (উৎপাদন/চূড়ান্ত পণ্য)+ নেগেটিভ প্রোডাক্ট (অপচয়)।

মেটেরিয়াল ফ্লো কস্ট একাউন্টিং:

মেটেরিয়াল + ফ্লো + কস্ট একাউন্টিং +

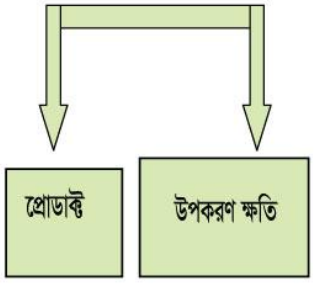

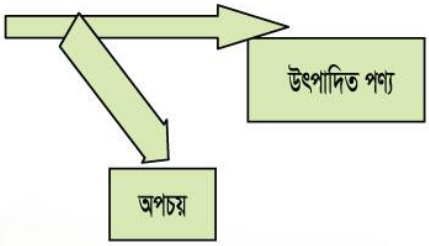

সম্পদের অপচয় রোধ ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধিতে এমএফসিএ এর গুরুত্ব

এমএফসিএ ব্যবস্থাপনায় উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রতিটি কোয়ানটিটি সেন্টারে ইনপুট ও আউটপুট ক্যালকুলেশন করা হয়। এক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় এবং অপচয় জনিত ব্যয় আলাদা ভাবে নির্ধারন করা যায়। ফলে যেকোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উৎপাদিত পণ্য এবং অপচয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া এবং অপচয়ের কারণ ও প্রতিকারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ সম্ভবপর হয়, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, অধিক গুণগতমান সম্পন্ন দ্রব্য প্রস্তুত এবং সময়মত দ্রব্য সরবরাহ করতে সুবিধা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানসমূহ পূর্বের তুলনায় অধিক মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়, পাশাপাশি উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় এমএফসিএ ব্যবস্থাপনার মত ইনপুট ও আউটপুট সবসময় সমান হয়, অর্থাৎ ইনপুট=আউটপুট (আউটপুট = পজেটিভ প্রোডাক্ট (উৎপাদন/চূড়ান্ত পণ্য)+ নেগেটিভ প্রোডাক্ট (অপচয়) এভাবে বিশেষণ করা হয় না। ফলে অপচয়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা পরিলক্ষিত হয়।

উদাহরণ-১ ঃ বস্তুগত দিক থেকে প্রচলিত এবংএমএফসিএ ব্যবস্থাপনায় ঃ

ইনপুট
উপকরণ= (১,০০০ কেজি)

কোয়ানটিটি সেন্টার
সিস্টেম কস্ট, জ্বালানী,
অপচয় ব্যবস্থাপনা,

উৎপাদিত পণ্য
(৮০০ কেজি)

অপচয়
(২০০ কেজি)

উদাহরণ-২: আর্থিক দিক থেকে- (ক) প্রচলিত ব্যবস্থাপনায় ঃ

ইনপুট
উপকরণ= (১০০০ কেজি)
উপকরণ ব্যয়= ৫০০০০ টাকা।

কোয়ানটিটি সেন্টার
সিস্টেম কস্ট=২৫,০০০ টাকা
জ্বালানী=৫,০০০ টাকা
অপচয় ব্যবস্থাপনা=২,০০০ টাকা

অপচয় (২০০ কেজি)

উৎপাদিত পণ্য
(৮০০ কেজি)

উপকরণ ব্যয়	=	৫০,০০০ টাকা,
সিস্টেম কস্ট	=	২৫,০০০ টাকা
জ্বালান	=	৫,০০০ টাকা
অপচয় ব্যবস্থাপনা	=	২,০০০ টাকা
মোট	=	৮২,০০০ টাকা

এক্ষেত্র শুধু উৎপাদিত পণ্যের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। অথচ অপচয়ের ভ্যালুকে (২০০ কেজি) গুরুত্ব দেয়া হয় না। ফলে অপচয়ের পরিমাণ/ভ্যাল প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেতে থাকে। যা ক্ষতিকর।

(খ) এমএফসিএ ব্যবস্থাপনায়-

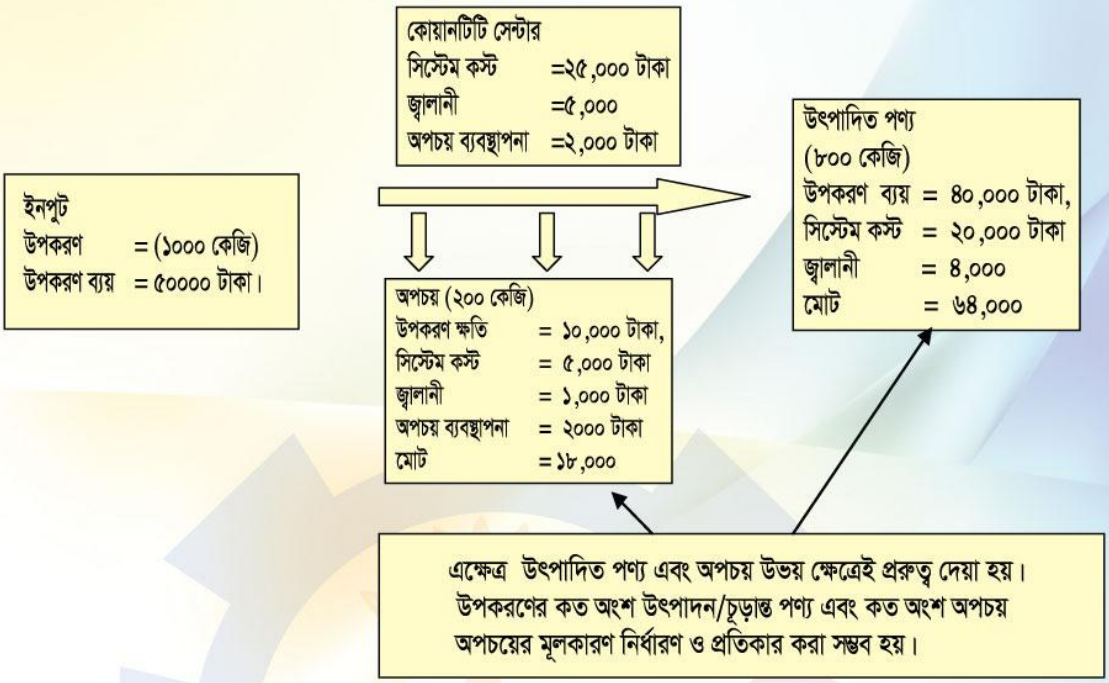

প্রচলিত ব্যবস্থাপনা এবং এমএফসিএ ব্যবস্থাপনা ঃ

প্রচলিত ব্যবস্থাপনায় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মূল টার্গেট হচ্ছে কি পরিমাণ পণ্য তৈরি/প্রস্তুত করা হল। কিন্তু এমএফসিএ ব্যবস্থাপনায় মূল টার্গেট কি পরিমাণ পণ্য তৈরি/প্রস্তুত করা হচ্ছে তা নয়, বরং কত দক্ষতার সাথে উপকরণসমূহ ব্যবহার করা হচ্ছে সে বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া।

তুলনামূলক লাভ ও ক্ষতি বিশেষণ-১ঃ

(টাকায়)

এমএফসিএ ব্যবস্থাপনায় লাভ ও ক্ষতি		প্রচলিত ব্যবস্থাপনায় লাভ ও ক্ষতি	
বিক্রয়	১৫,০০০,০০০.০০	বিক্রয়	১৫,০০০,০০০.০০
উৎপাদন ব্যয়	৩,০০০,০০০.০০	উৎপাদন ব্যয়	৪,৫০০,০০০.০০
অপচয়জনিত ব্যয় (ক্ষতি)	১,৫০০,০০০.০০	অপচয়জনিত উপকরণ (ক্ষতি) ব্যয়	প্রযোজ্য নয়।
মোট প্রফিট	১০,৫০০,০০০.০০	মোট মুনাফা	১০,৫০০,০০০.০০
বিক্রয়, সাধারন ও প্রশাসনিক ব্যয়	৮,০০০,০০০.০০	বিক্রয়, সাধারন ও প্রশাসনিক ব্যয়	৮,০০০,০০০.০০
অপারেটিং প্রফিট	২,৫০০,০০০.০০	অপারেটিং প্রফিট	২,৫০০,০০০.০০

তুলনামূলক লাভ ও ক্ষতি বিশেষণ - ২ ঃ (টাকায়)

এমএফসিএ ব্যবস্থাপনায় লাভ ও ক্ষতি		প্রচলিত ব্যবস্থাপনায় লাভ ও ক্ষতি	
বিক্রয়	১৫,০০০,০০০.০০	বিক্রয়	১৫,০০০,০০০.০০
উৎপাদন ব্যয়	৩,০০০,০০০.০০	উৎপাদন ব্যয়	৪,৫০০,০০০.০০
অপচয়জনিত উপকরণ (ক্ষতি) ব্যয়	১,০০০,০০০.০০	১। এমএফসিএ এনালাইসিস ও প্রয়োগ ২। অপচয় রোধ।	৪,৫০০,০০০.০০
মোট প্রফিট	১০,৫০০,০০০.০০	মোট মুনাফা	১০,৫০০,০০০.০০
বিক্রয়, সাধারন ও প্রশাসনিক ব্যয়	৮,০০০,০০০.০০	বিক্রয়, সাধারন ও প্রশাসনিক ব্যয়	৮,০০০,০০০.০০
অপারেটিং প্রফিট	৩,০০০,০০০.০০	অপারেটিং প্রফিট	২,৫০০,০০০.০০

তুলনামূলক লাভ ও ক্ষতি বিশ্লেষণ-১ ও ২ হতে দেখা যায় যে, প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় উৎপাদন ব্যয় (অপচয়সহ) এবং অপারেটিং প্রফিট অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু এমএফসিএ ব্যবস্থাপনায় উৎপাদন ব্যয় অপরিবর্তিত থাকে, তবে অপচয় জনিত ব্যয় পরিবর্তিত হয়, বিশ্লেষণ-১ এর চেয়ে বিশ্লেষণ-২ এ দেখা যায় অপচয় জনিত ব্যয় হ্রাস পেয়ে ১,৫০০,০০০ টাকা হতে ১,০০০,০০০ টাকা হয় অর্থাৎ অপচয় জনিত ব্যয় ৫০০,০০০ টাকা হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। ফলে অপারেটিং প্রফিট বিশ্লেষণ-১ এর চেয়ে বিশ্লেষণ-২ বৃদ্ধি পেয়ে ২,৫০০,০০০ হতে ৩,০০০,০০০ টাকা হয়।

প্রচলিত ব্যবস্থাপনায় অপচয়জনিত উপকরণ (ক্ষতি) ব্যয় আলাদাভাবে নির্ধারণ করা হয় না এবং এই ব্যয় সরাসরি উৎপাদন ব্যয়/চূড়ান্ত দ্রব্য ব্যয়ের সাথে আন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অপচয়জনিত ব্যয়ের প্রভাব সহজে পরিলক্ষিত হয় না। অপরদিকে এমএফসিএ ব্যবস্থাপনায় উৎপাদন ব্যয় ও অপচয় জনিত ব্যয় আলাদাভাবে নির্ধারিত হয় এবং অপচয়ের কারণ বিশেষণপূর্বক তা রোধের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে অপচয় জনিত ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হয়। ফলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়, দ্রব্যের গুণগত মান বৃদ্ধি পায় এবং সময়মত পণ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়। ক্রেতা, ভোক্তা, ব্যবসায়ী সমাজ সর্বোপরি দেশের সকলেই এর সুফল ভোগ করতে পারে।

মেটেরিয়াল ফ্লো কস্ট একাউন্টিং এর উপকারিতা ঃ

১। এম এফ সি এ অনুশীলনের মাধ্যমে সম্পদের অপচয়ের পরিমাণ ও মূল্য সহজেই দৃশ্যমান হয় যা প্রচলিত ব্যবস্থাপনায় হয় না;
২। এম এফ সি এ ব্যবস্থাপনায় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়;
৩। অপচয় জনিত ক্ষতির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং প্রতিকারের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ;
৪। এম এফ সি এ সম্পদের অপচয় রোধের মাধ্যমে পরিবেশের উপর অতিরিক্ত চাপ কমিয়ে ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করে।

পরিশেষে, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রতিনিয়ত মুদ্রাস্ফিতি এবং অপচয়জনিত ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সাথে পণ্যের গুণগত মান হ্রাস পাচ্ছে, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। কাজেই মেটেরিয়াল ফ্লো কস্ট একাউন্টিং অনুশীলনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রতিটি স্তরে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে পথ সুগম করা যেতে পারে।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করি
ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

PRODUCTIVITY ORGANIZATION AND ITS BENIFIT

Rafique Ahamed
Techno Chemist (QC) & Convenor,
Productivity Improvement Cell
Gazi Wires Limited (BSEC).

The term "Productivity" is related with economics and statistics. The concept of Productivity first came in European thought by the end of 18th century as an industrial revolution. In 1949 ILO at its 7th International Conference of Labour statisticians held in Geneva recommended the methods for compilation of labour productivity statistics. The modern concept of productivity comes into play just after the 2nd World War by a small group of specialist in the American Bureau of Labour Statistics. During 1950's many countries in Asia and Europe established productivity centers with great importance. In 1961 Tokyo based Asian Productivity Organization (APO) is formed as a milestone by measurement and analysis of productivity, which is essential for economic activities of this area. Since then an updated interest is continuing for the subject of productivity. At present it is a realization among both theoreticians and policy makers of less developed countries that increasing productivity is a strategic element in their plans for economic development. In our country it was started as a "development project" under "Ministry of Labour and Manpower" before 1989. In February 1989 it is named as National Productivity Organization (NPO) and taken under "Ministry of Industries". Recently GWL got "National Productivity and Quality Excellence Award-2016" and Bangladesh becomes "Developing country" from "less developed country" by applying the techniques for improving productivity

1. What is Productivity?

Productivity is usually defined as a ratio between output of benefits and input of resources. It implies how much input resources are required for production of certain amount of output or specifically output per unit of input. It means efficient use and effective utilization of different factor inputs. Productivity can be expressed as a ratio. i.e. Y=O/I; where O denotes output, I measures of input and Y the resulting Productivity.

2. Productivity index:

Productivity index shows the overall situation of Productivity in an Organization or an employee. It is measured by effectiveness and efficiency. Efficiency is the ratio of actual output attained to standard output expected. For example, if output of an operator is 100 pieces/hour while standard rate is 150 pieces/hour, then the operators efficiency is said to be 100/150= 0.6666 or 66.66 %. Effectiveness is the degree of accomplishment of objectives. How well a set of result is accomplished reflects the effectiveness, where as how well the resources are utilized to the results refer to the efficiency. Productivity index is the ratio of both effectiveness and efficiency. Hence, Productivity index = effectiveness / efficiency.

3. Why measurement of productivity is done?

- Productivity measurement is done-
- To monitor performance
- To reveal problem area
- To appraise how well resources are utilized
- To improve productivity situation

4. How productivity can be improved?

- There are five possible ways by which productivity can be improved:
- Reduce cost
- Manage growth
- Work smarter
- Pare down
- Work effectively

5. Benefits of improved productivity:

Improved productivity benefits employers, employees, customers and also Government. Some of main benefits of improved productivity are mentioned below:

- Reduction of wastage
- Reduction of production cost
- Promotion of sale
- Profit maximization
- Minimization of labour unrest and creation of congenial atmosphere
- Awareness about value-added services
- Reduced Price and inflation
- Saving and investment
- Taxes

So, improved productivity creates an amiable atmosphere where employers can optimize profit, while employees get highest remuneration, customers gets goods at cheap price and Government gets opportunity to do welfare and development activities. As a result the economy will be attained self sustained and national economic growth will be apparent.

দুটি কথা.....

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর পেশাজীবীরা দেশের অর্থনীতির সকল খাতে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। একটি সমৃদ্ধশালী জাতি গঠনে উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। উৎপাদনশীলতার গুরুত্ব উপলব্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলার ঘোষণা দেন। একই সাথে প্রতি বছর ০২ অক্টোবরকে "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস" হিসেবে পালন এবং শ্রেষ্ঠ শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তার মাঝে "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড" প্রদানের ঘোষণা দেন। সরকারের রূপকল্প ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে শিল্পসমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে পরিণত করা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার জন্য উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন অপরিহার্য।

এনপিও'র পেশাজীবী জনবলের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে । সে লক্ষ্যে নিয়মিত উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম, ডিজিটাল অনলাইন সার্ভিস প্রদানের জন্য টেকসই ওয়েবসাইট গঠন, সেক্টর ভিত্তিক জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতার লেভেল নির্ধারণ, গবেষণা এবং উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি গ্রহণ, মাঠ পর্যায়ে জনসচেতনতা গড়ে তোলা এবং সকল ট্রেডবডিকে উৎপাদনশীলতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কার্যক্রম পরিচালন করা হচ্ছে। এছাড়া এনপিও'র কার্যক্রম সম্পর্কিত ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রণয়ন এবং আধুনিক ডাটাবেজ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতার গতি প্রকৃতি নির্ণয় পূর্বক সমস্যা চিহ্নিত করে সম্ভাব্য সমাধানের উপায় বর্ণনা পূর্বক উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হচ্ছে। উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলনে পরিনত করার জন্য ০২ অক্টোবর, ২০১৮ ব্যাপকভাবে পালন করা হয়। দেশব্যাপী যথাযথভাবে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে জেলা, উপজেলা, বিভিন্ন ট্রেডবডি এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য সংশিষ্ট সকল দপ্তরের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়। উৎপাদনশীলতা বিষয়ক আধুনিক বিভিন্ন বিষয়সমূহ এদেশের জনগণকে আরও বেশি করে অবহিত করানোর জন্য টোকিওস্থ এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর সার্বিক সহযোগিতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৩টি আন্তর্জাতিক সেমিনার/প্রশিক্ষণ/কর্মশালা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

উৎপাদনশীলতা বিষয়ক এনপিও বার্তা প্রকাশের সাথে সংশিষ্ট ওয়ার্কিং কমিটির নিয়মিত সরকারি দায়িত্বের পাশাপাশি অতিরিক্ত সময়ে এ কাজটি সম্পন্ন করে থাকে । উৎপাদনশীলতা বিষয়ক "এনপিও বার্তা" ৩য় বারের মত প্রকাশিত হওয়ায় বার্তার মান ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য সকলের অংশগ্রহণ ও পরামর্শ প্রত্যাশিত । পরিশেষে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক "এনপিও বার্তা" এ যাঁরা লেখা ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা প্রদান করেছেন তাঁদের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন ।

সম্পাদনা পরিষদ

এস.এম. আশরাফুজ্জামান
সভাপতি ও পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)
এনপিও, শিল্প মন্ত্রণালয়

মোঃ আব্দুল মুসাব্বির
সদস্য ও যুগ্ম-পরিচালক
এনপিও, শিল্প মন্ত্রণালয়

সুরাইয়া সাবরিনা
সদস্য ও গবেষণা কর্মকর্তা
এনপিও, শিল্প মন্ত্রণালয়

মোঃ মেহেদী হাসান
সদস্য ও গবেষণা কর্মকর্তা
এনপিও, শিল্প মন্ত্রণালয়

রিপন সাহা
সদস্য সচিব ও গবেষণা কর্মকর্তা
এনপিও, শিল্প মন্ত্রণালয়

প্রকাশনায়ঃ ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, ৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
ই-মেইলঃ npobangla@yahoo.com, Web: www.npo.gov.bd
Facebook: National Productivity Organisation (NPO), Bangladesh